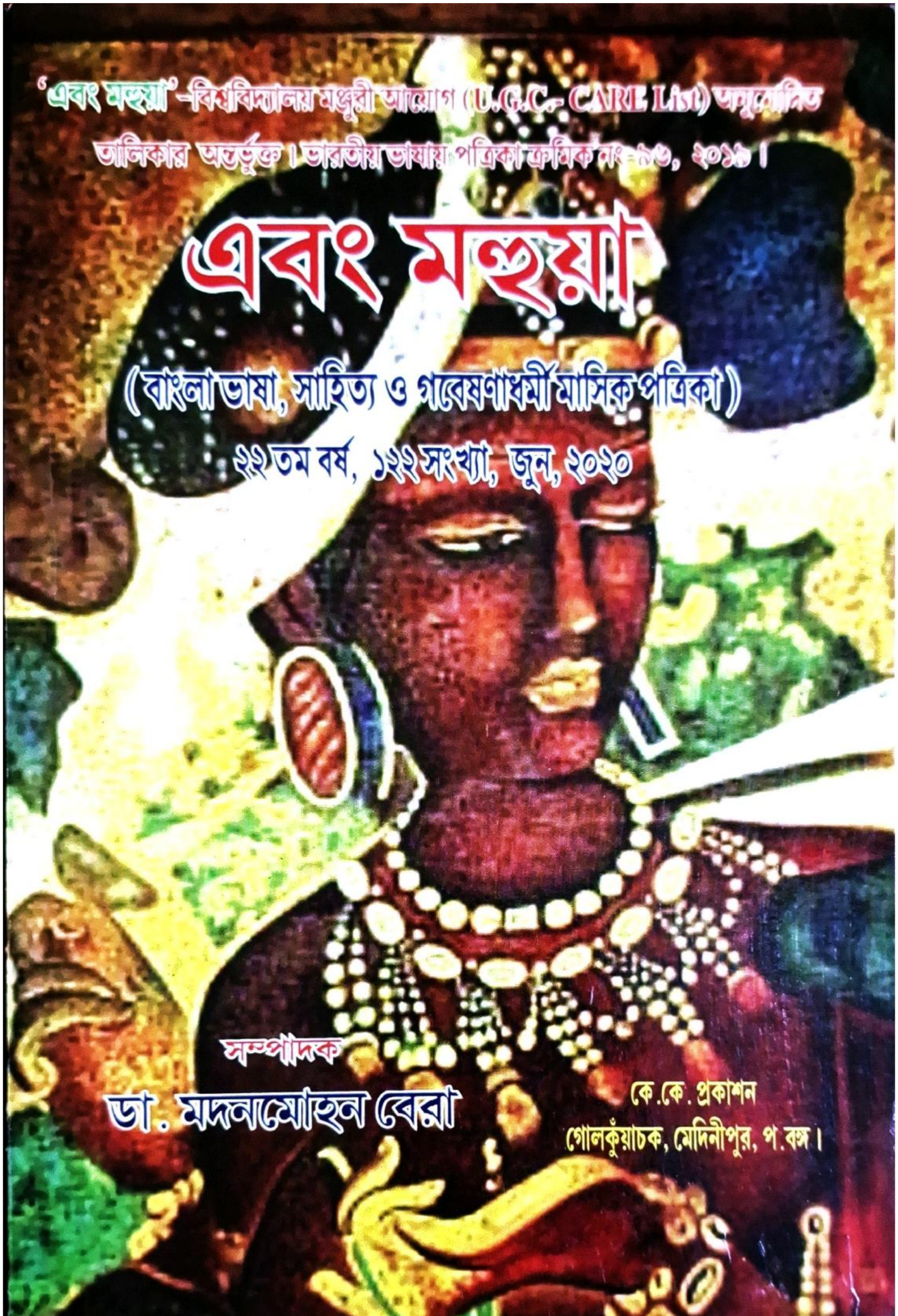

‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং -৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২২ সংখ্যা, জুন, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of
Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with
Peer-Review Journal

22th Year, 122 Volume
June, 2020

Published By
K. K. Prakashan
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By
K.K.Prakashan

Cover Designed By
Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator
Amit Kumar Maity

Communication :
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
Mob.-9153177653
Email- madanmohanbera51@gmail.com /
kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূচীপত্র

১.বিবেকানন্দের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র : একটি পর্যালোচনা
:: কৌশিক চক্রবর্তী..৯
২.বারোদোল মেলার সামাজিক ভিত্তি ও চালচিত্র
:: অসীম কুমার মন্ডল..২১
৩.মাতৃত্বের আলোকে সত্যবতী ও সুবর্ণলতা
:: কোয়েল চক্রবর্তী..২৮
৪.সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান পর্যালোচনা :
ভিত্তি-মানব উন্নয়নের সূচক
:: উত্তম সরকার..৩৪
৫.লোকায়ত সুন্দরবন : মনোজ বসুর জীবন ও সৃষ্টি
:: দেবজ্যোতি শীট..৩৯
৬.প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে গণিকাসমাজ : নারীর মনস্তাত্ত্বিকউত্তরণ
:: তিথি ঘোষ..৫০
৭.প্রশাসনিক সংস্কার :ভারতীয় প্রেক্ষাপট
:: প্রশান্ত সাট..৫৯
৮.প্রসঙ্গ অযোধ্যা- একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা
:: শুভাশিস চক্রবর্ত্তী..৬৫
৯.ধর্ম ও গান্ধী :: অমরেশ মহাপাত্র..৭৪
১০.কোভিড- ১৯ : সমাজ ও শিক্ষায় প্রভাব
:: বরুণ কুমার শাসমল..৮১
১১.আধুনিক সময়ের রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা
:: গোলাম আহম্মদ..৮৮
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক মতাদর্শ
:: জয়দেব নায়েক..৯২
১৩.ভারতে অতিক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের
ভূমিকা : একটি তুলনামূলক আলোচনা
:: সুকুমার সাহা..১০০
১৪.বিপ্লবতীর্থ চন্দননগর ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসু
:: শচীন চক্রবর্তী..১০৫
১৫.সমরেশ বসুর গল্প : জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত
:: অচিন্ত্য দে..১১৪

বারোদোল মেলার সামাজিক ভিত্তি ও চালচিত্র

অসীম কুমার মন্ডল

সারসংক্ষেপ :

মেলার ইতিহাস নদীয়া জেলার বহু প্রাচীন। বাংলা তথা নদীয়ার শহর নগর,গ্রম-জনপদের অসংখ্য মেলা আজও তার ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগরের বারোদোল মেলা নদীয়ার অন্যতম প্রাচীন,বৃহৎ এবং ঐতিহ্যমন্ডিত মেলা হিসাবে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজবাড়ি সংলগ্ন চকের মাঠে এই বারোদোল মেলার সূচনা করেন। তৎকালিন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই মেলা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সামাজিক অবস্থানে রাজবাড়ি কেন্দ্রিক কৃষ্ণনগরে সেই ব্রিটিশ শাসনের সময়কালে চতুবর্ণের অস্তিত্ব যতটা না ছিল,রাত থেকে বিভিন্ন অন্ত্যজ নিম্নবর্ণের জনগণ ছিল তার থেকে বেশি। উপরন্তু নবদ্বীপ কেন্দ্রিক বৈষ্ণব এবং শাক্তপন্থি শ্রেণীর জনগণও ছিল। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার বারোদোল মেলার সূচনা এবং ব্যাপ্তি। যদিও রাজবাড়ির আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটও এর পেছনে কাজ করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে নদীয়ার এই সামাজিক চালচিত্রকে আবর্তন করে এই মেলা তার পরিসর ও আঙ্গিকের পরিবর্তন করেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার বিবর্তনও হয়েছে।

সূচকশব্দ : মেলা, সমাজ, তিথি, বিগ্রহ, পার্বণ, আনন্দ,বিনোদন, মেলামেশা, আলাপ-পরিচয়,জনপ্রিয়।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের প্রায় শুরুতেই নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাড়ি সংলগ্ন চকের মাঠে সূচনা হয় বাংলা তথা নদীয়ার প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ বারোদোলের মেলা। কিংবদন্তী অনুসারে নদীয়ারাজের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় চৈত্রমাসে দোলের পর শুক্লা একাদশী তিথিতে মেলা বসে। তবে মূল পূজা ও মোল তিন দিন ব্যাপী হলেও প্রকৃত অর্থে মেলা চলে একমাস ধরে।[১] এই মেলা নিয়ে কৌতূহল আর অপেক্ষার শেষ তাকে না নদীয়ার আপামর ধর্ম,বর্ণ,শ্রেণী,জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের। বস্তুত একমাস ব্যাপী মেলা ঐ সময় কোথাও হত না,বিশেষ করে মেলাও হত কম। তার উপর একদিকে নদীয়া রাজের রাজ বাড়ির মেলা বলে কথা,কত না এর আড়ম্বর।[২] অন্যদিকে ১৭৫৭সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত। এমন এক সন্ধিক্ষণে বারোদোলে মেলার সামাজিক ভিত্তি কেমন ছিল ? কোন্ কোন্ সামাজিক স্তরের মানুষ মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল ? সেই সময়ের সমাজ